দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... ... 4 কলাম ... 1 ...

৪

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৯৪

কপিরাইট বনাম টেক্সটবুক বোর্ড

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক গ্রন্থ স্বত্ব বা কপিরাইট সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ। এ হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থ স্বত্ব তথা রচয়িতার অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

টেক্সটবুক বোর্ড একটি বৃহত্তম সরকারী প্রকাশনা সংস্থা। দেশের যাবতীয় স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনার একচেটিয়া অধিকার এই টেক্সটবুক বোর্ডের। নিজস্ব প্রকাশনা ছাড়াও বেসরকারী প্রকাশনার মারফত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ব্যবস্থা বোর্ড করে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থ স্বত্ব সংক্রান্ত আইন এই টেক্সট বুক বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে লংঘন করে চলেছে। লেখকদের দুর্বলতা এবং অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা সত্ত্বেও তাদের ন্যূনতম অধিকার রক্ষা বোর্ড করছে না এবং আর্থিক দিক থেকে এভাবে তাদের বঞ্চিত করে আসছে।

পত্রিকান্তরের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, গ্রন্থ স্বত্ব সংক্রান্ত যথাযথ চুক্তি টেক্সটবুক বোর্ড লেখক বা গ্রন্থ রচয়িতার সাথে করে না। এককালীন কিছু টাকা দিয়ে তাদের লেখা এবং পাণ্ডুলিপি চিরতরে কিনে নেয়। এভাবে কিনে নেওয়ার ব্যাপারটি দেশে প্রচলিত গ্রন্থ স্বত্ব আইনের পরিপন্থী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড গ্রন্থ রচয়িতাদের সাথে যে চুক্তি করে তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন অনুযায়ী তাতে গ্রন্থ স্বত্ব ক্রয় কালের মেয়াদ উল্লেখ থাকে-না।

যেখানে দেশে কপিরাইট আইনটি বলবৎ আছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ সংক্রান্ত জেনেভা সনদে স্বাক্ষর করে তা মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ সেক্ষেত্রে উক্ত সনদের ধারা লঙ্ঘন করে চুক্তি সম্পাদন সম্পূর্ণ বেআইনী।

অথচ টেক্সটবুক বোর্ড নির্বিবাদে এই কাজটি করে যাচ্ছে। যেহেতু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের একচেটিয়া অধিকার টেক্সটবুক বোর্ড ভোগ করে, তাই কোন লেখক বোর্ডের আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কথা বললে, তাদের পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করা হয় না। এভাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ নিয়ে টেক্সটবুক বোর্ড লেখক এবং রচয়িতাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক যা এক্ষেত্রে 'সম্মানী' বলে অভিহিত—তা থেকে বঞ্চিত করে আসছে। কোন পুস্তক পুনর্মুদ্রণ বা নতুন সংস্করণ করা হলেও তা দ্বারা লেখক এ কারণে কোনভাবেই উপকৃত হন না।

শুধু কপিরাইটে বর্ণিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকেই টেক্সটবুক বোর্ড লেখকদের বঞ্চিত করছে না, টেক্সটবুক বোর্ড নির্বিবাদে কপিরাইট আইনের অন্যান্য ধারাও লংঘন করে চলেছে।

কোন লেখা অদলবদল করতে হলে লেখকের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন। এমন কি গ্রন্থস্বত্ব সম্পূর্ণ বিক্রয় করে দেওয়া হলেও এ ক্ষেত্রে লেখকের অনুমতি নিতে হয়। টেক্সটবুক বোর্ড সেই বিধি-বিধানও অমান্য করে চলেছে।

কোন লেখকের পাণ্ডুলিপি তিন বছরের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা না হলে তা ফেরত দেওয়ার বিধান কপিরাইটে রয়েছে। টেক্সট বুক বোর্ড কপিরাইটের এ ধারার প্রতিও সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

একটি সরকারী প্রকাশনা সংস্থাই যদি এভাবে প্রতিনিয়ত আইন ভঙ্গ করে চলে, তবে বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে কেন উৎসাহী হবে না?

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লেখক এখনও কপিরাইট নিয়ে তথা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবার কথা চিন্তা করেন না কিংবা তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। আমরা শুধু ব্যাপারটিকে নৈতিক-অনৈতিক মানদণ্ডে দেখতে চাই না, আমাদের বক্তব্য এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। যেভাবে কথিত সরকারী প্রকাশনা সংস্থাটি দিনের পর দিন কপিরাইট আইনকে অবজ্ঞা করে চলছে, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া সরকারের ঠিক হবে না।

কথা উঠতে পারে যে, বিষয়টি সরকারের নজরে এতদিন আসেনি। কিন্তু এখন এ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সরকার এবং টেক্সটবুক বোর্ড সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমরা তা দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।